পিছিয়ে পড়াদের শিক্ষার আলো দিচ্ছে বন্ধন ব্যাঙ্ক

■ সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার এক বড়ো কারণ, প্রাথমিক শিক্ষার অভাব। আবার আর্থিক সামর্থ না থাকার জন্য ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারে না, এমন পরিবার গ্রামের ঘরে ঘরে। বন্ধন ব্যাঙ্ক তাদের এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের নিখরচায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছে। দেশের ৫টা রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম, ত্রিপুরা ও ঝাড়খণ্ডে এ প্রকল্প চলছে। প্রাথমিকভাবে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয় ও তারপর আগ্রহীদের সরকারি স্কুলে ভরতি হতে সাহায্য করা হয়। মোট ৪৮৩২ টা বন্ধন স্কুলে গ্রামের বাচ্চারা লেখাপড়া করতে আসে। সেখানে তাদের বই খাতা, স্লেট -পেন্সিল সবকিছুই নিখরচায় দেওয়া হয়। সব লেখাপড়া স্কুলেই করানো হয়। প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার শিশুকে এখনো পর্যন্ত নিখরচায় শিক্ষার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই পরে সরকারি

স্কুলে ভরতি হয়ে শিক্ষার মূল স্রোতে মিশেছে। স্থানীয় শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে থেকেই শিক্ষিকাদের বেছে নেওয়া হয়। এই বাচ্ছাই পর্বে তাঁদের লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষাও নেওয়া হয়। গ্রামের বয়স্ক ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে থেকেই স্কুল কমিটির সদস্যদের বেছে নেওয়া হয়। তাঁরা জানেন, গ্রামের কোন পরিবারের কোন শিশু আর্থিক সমস্যার জন্য লেখাপড়া করতে পারছে না। তাঁরাই ঠিক করেন কারা ওই স্কুলে লেখাপড়ার যোগ্য।

অতিমারির জন্য এখন স্কুল বন্ধ রয়েছে। ফলে সমাজের দরকারে ওই সব বন্ধন স্কুলের শিক্ষাকর্মীরা কোভিড-১৯ নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে, ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে সচেতনতা অভিযান চালাচ্ছেন। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হলে কী ধরনের উপসর্গ হয়, কীভাবে ঠেকানো যায়, কীভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে, তা লোককে বোঝাচ্ছেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ত্রিপুরার ১৯৫ জন শিক্ষা কর্মী ও১১২১ জন শিক্ষক এ পর্যন্ত ১৭,২০৯টা বাড়িতে গিয়ে তাঁদের কর্মসূচি পালন করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ছাড়াও স্থানীয় শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের জন্য বন্ধন ব্যাঙ্কের আরো এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল, এমপ্লয়মেন্ট দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নানা বন্ধন স্কিল ডেভেলপমেন্ট কেন্দ্রে নানা ধরনের ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের চাকরির জন্য যোগ্য করে তোলা হয়। এরপর তাঁরা কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস, ইনফরমেশন টেকনোলজি, বিপিও, অ্যাকাউন্টিং, হার্ডওয়্যার- নেটওয়ার্কিং, এসি/ ফ্রিজ রিপেয়ারিং জাতীয় কাজের জন্যে দরখাস্ত করতে পারেন। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩৬ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে বন্ধন এই প্রকল্পের মাধ্যমে যোগ্য করে তুলতে পেরেছে। সংসারে প্রধান চালিকা মহিলারাই। সংসার ঠিক মতো চালিয়ে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে তাঁদের ন্যূনতম আর্থিক সাক্ষরতা খুবই দরকার। এজন্য বন্ধন ব্যাঙ্ক চালু করেছে বন্ধন লিটারেসি প্রোগ্রাম।

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল, গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক সাক্ষরতা নিয়ে আরো সচেতন করা। ছোটো ছোটো দলভিত্তিক সভার মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক সাক্ষরতার পাঠ দেওয়া হয়।